অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৩

CONNEXION

steering telecom ahead

মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা

জীবনে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

airtel banglalink Citycell grameenphone রবি TeleTalk আমাদের ফোন

CONNEXION
এমটব-এর মাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ০১, খন্ড ০৬

সূচিপত্র

সম্পাদকের টেবিল থেকে	০১
সংখ্যা ও বিশ্লেষণ	০২
প্রচ্ছদ প্রতিবেদন: মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা জীবনে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন	০৩
সিএসআর কার্যক্রম ও সামাজিক অবদান: এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড	০৬
দৃষ্টিকোণ: ম্যানেজিং ডিরেক্টর- টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	০৭
থ্রিজি'র জোয়ারে মেতে উঠেছে বাংলাদেশ	০৯
সাক্ষাৎকার- আঞ্চলিক পরিচালক আইটিইউ রিজিওনাল অফিস ফর এশিয়া অ্যান্ড দি প্যাসিফিক	১১
একটি তথ্য ভিত্তিক সমাজে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ	১৩
কানেক্ট এশিয়া-প্যাসিফিক সামিট ২০১৩	১৪
আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড ২০১৩	
অভিনন্দন	
জানেন কি?	

সম্পাদনা পরিষদ

আশরাফুল এইচ. চৌধুরী
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

জাকিউল ইসলাম
রেগুলেটরি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স সিনিয়র ডাইরেক্টর
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড

মোঃ মাহফুজুর রহমান
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

মাহমুদ হোসেন
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
গ্রামীণফোন লিমিটেড

মাহমুদুর রহমান
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিআরএল
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

কাজী মোঃ গোলাম কুদ্দুস
জিএম, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব

"ConneXion"-এর অনলাইন সংস্করণের জন্য ভিজিট করুন–
***www.amtob.org.bd** | মতামত জানান: connexion@amtob.org.bd*

সম্পাদকের টেবিল থেকে

বিশ্বের অন্যতম প্রগতিশীল দেশ হিসেবে বিবেচিত বাংলাদেশ, আইসিটি ডেভলপমেন্ট ইনডেক্সে আরো চার ধাপ এগিয়ে গেল। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, পূর্ববর্তী বছরের ১৩৯তম অবস্থান থেকে এগিয়ে যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা, ভারত ও পাকিস্থান এর পরেই ১.৭৩ স্কোর নিয়ে ১৩৫তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ ।

বিশ্ব জুড়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মোবাইল প্রযুক্তি এক অতুলনীয় বিপ্লব ঘটিয়েছে। একইভাবে, এদেশের মানুষের পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে এটি। এখন পর্যন্ত মূল সেবা হিসেবে চিহ্নিত ভয়েস সেবা ছাড়াও, আরো অনেক সেবা যা ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসেস (ভ্যাস) হিসেবে পরিচিত, যেগুলো মানুষের জীবনকে করে তুলেছে আরো সহজ ও সুবিধাজনক।

এটা অনস্বীকার্য যে মোবাইল ফোন মানুষকে আজ একে অপরের অনেক কাছে নিয়ে এসেছে। এছাড়াও মোবাইল অপারেটরগণ প্রদান করছেন নানা ধরণের সেবা। ব্যবসা, স্বাস্থ্য সেবা, বিপণন, শিক্ষা, বিনোদন, ইউটিলিটি এবং যোগাযোগসহ নানা ধরণের অ্যাপ্লিকেশন জীবনকে করে তুলছে সহজ থেকে সহজতর। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ-এর পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোও বেশ কিছু সেবা সরবরাহ করছেন।

বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে তৃতীয় প্রজন্ম (থ্রিজি) প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকলেও, মাত্র এক মাসের মধ্যে এই প্রযুক্তি চালু করে বাংলাদেশ এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দেশে থ্রিজি সেবা আরম্ভ করার জন্য, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সফলভাবে গত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ জিএসএম অপারেটরদের মধ্যে ২.১ গিগা হার্টস তরঙ্গ বরাদ্দ করেছেন।

১২ সেপ্টেম্বর লাইসেন্স-এর ঘোষণা দেয়া হয়; একই দিনে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন অপারেটরদের যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) প্রদান করে। উচ্চ গতি সম্পন্ন সেবার প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়েই কিছু সরঞ্জাম বিমান চালানের মাধ্যমে দেশে আনা হয়েছে।

বাংলাদেশে বৃহত্তম আর্থিক সুবিধা অর্জন করতে হলে, ব্রডব্যান্ড সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যে প্রদান করতে হবে। যদি স্বল্প মূল্যে থ্রিজি ডিভাইস বাজারে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়, তবে গ্রাহকরা থ্রিজি'র সুফল দ্রুত উপভোগ করতে পারবেন।

স্পেকট্রাম বা তরঙ্গ ব্রডব্যান্ড উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি, কিন্তু দিন দিন এর প্রাপ্তি দুর্লভ হয়ে পড়ছে। মোবাইল ব্রডব্যান্ডের জন্য আইটিইউ-এর সুপারিশে জাতীয় ফ্রিকোয়েন্সি বন্টন পরিকল্পনা (এনএফএপি) অনুযায়ী ২৬০০ মেগা হার্টস তরঙ্গ আইএমটি (ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন) ব্যান্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতএব, মোবাইল অপারেটরদের অংশগ্রহণ ব্যতীত এই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড-এর সামগ্রিক বরাদ্দ (প্রাপ্তিসাধ্য ৭০ মেগা হার্টস এর বাইরে ৬০ মেগা হার্টস তরঙ্গ) বৈষম্যমূলক হবে। এছাড়াও, তরঙ্গ বিক্রয় থেকে প্রত্যক্ষ রাজস্ব আদায়ের শর্তাবলীর কারণে সরকার তরঙ্গের ন্যায্য মূল্য এবং পরবর্তীতে সেবা থেকে আয়কৃত পরোক্ষ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবে।

অগ্রগতির লক্ষ্য পূরণে সরকারের প্রযুক্তি নিরপেক্ষ বিডাব্লিউএ (ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস অ্যাকসেস) লাইসেন্স অনুমোদনের পদক্ষেপকে মোবাইল আপারেটরগণ স্বাগত জানায়। কিন্তু এর পাশাপাশি তারা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার বিষয়টিতেও জোর দিয়েছেন। সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নিরপেক্ষতা মোবাইল অপারেটরদের দীর্ঘদিনের একটি চাওয়া, যা এতদিন টুজি লাইসেন্স এবং তরঙ্গের জন্য বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এখন যদি বিদ্যমান শর্তাবলীসহ প্রযুক্তি নিরপেক্ষ বিডাব্লিউএ লাইসেন্স প্রদান করা হয় তবে তা মোবাইল অপারেটরদের ব্রডব্যান্ড ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং বাজারের প্রতিযোগিতার পরিবেশ নষ্ট করবে।

একটি কার্যকরী পরিবেশের জন্য এবং ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে মোবাইল অপারেটর এবং বিডাব্লিউএ লাইসেন্সধারীদের উপর আরোপিত লাইসেন্স সংক্রান্ত শর্তাবলী সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আমরা প্রত্যাশা করছি যে মোবাইল অপারেটরদের বিডাব্লিউএ লাইসেন্স অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব কৃত্রিম বাধা রয়েছে তা খুব শীঘ্রই সরকার গুরুত্বের সাথে অপসারণ করবে এবং ব্রডব্যান্ড সরবরাহ বাজারে সুষ্ঠ প্রতিযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখবে।

টি, আই, এম, নূরুল কবীর

এমটব

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, প্রযুক্তিগত সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্প খাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। বিশ্বমানের একটি মোবাইল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

এমটব কার্যনির্বাহী পরিষদ

মাইকেল ক্যুনার
চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– রবি আজিয়াটা লিমিটেড

ক্রিস টোবিট
ভাইস চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল– এমটব

জিয়াদ শাতারা
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড

মেহবুব চৌধুরী
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

বিবেক সুদ
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– গ্রামীণফোন লিমিটেড

মো. মুজিবুর রহমান
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক– টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

সংখ্যা ও বিশ্লেষণ

২০১৩ সালের মে মাসে বিশ্বের সর্বোচ্চ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ চীনের গ্রাহক সংখ্যা ছিল প্রায় **৩৫ কোটি**। এই অনুক্রমে, **১৯.১৫১ কোটি** গ্রাহক সংখ্যা নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

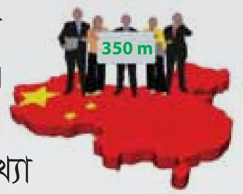

২০১৭ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী মোবাইল স্বাস্থ্য সেবার রাজস্ব আয় **২৩ বিলিয়ন** ডলারে পৌঁছাবে।

২০১৭ সালের মধ্যে মোবাইলে আর্থিক লেনদেনের পরিমান **৭২১ বিলিয়ন** ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

২০২০ সালের মধ্যে **২ বিলিয়নের** বেশি **থ্রিজি মোবাইল** তৈরী হবে।

ডিজিটাল ক্রেতার হার ২০১৭ সালের মধ্যে **৪৫.১০%** হতে পারে বলে পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

মোবাইল
টেলিযোগাযোগ সেবা
জীবনে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

মোবাইল প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব জুড়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এসেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। অনুরূপভাবে, এই শিল্পখাত এদেশের মানুষের জীবনে পরিবর্তনের ধারক হিসেবেও কাজ করছে। এখন পর্যন্ত মোবাইল ফোনের ভয়েস কল সেবা সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসেস (ভ্যাস) জীবনকে করে তুলেছে আরও স্বাচ্ছন্দময়।

বিভিন্ন রকম সুবিধা উপভোগের একটি অন্যতম হাতিয়ার হলো মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগের বিষয়টি হয়েছে সহজলভ্য। আজ শুধুমাত্র মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুবিধাই পাওয়া যাচ্ছে না, বরং পাশাপাশি মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করছে যা মানুষের জীবনে অনেক সুফল বয়ে আনছে।

মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ ব্যবসা, স্বাস্থ্য সেবা, বিপণন, শিক্ষা, বিনোদন, ইউটিলিটি এবং সংযোগ সহ নানা ধরণের অ্যাপ্লিকেশন প্রদান করছে।

এছাড়াও তারা দিচ্ছে ই.জি রেসিং, পাজেল-এর মতো বিভিন্ন ধরণের গেম, ওয়ালপেপার ও ভিডিও ডাউনলোড এর সুবিধা। যার মাধ্যমে গ্রাহক সংবাদ, চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের অংশবিশেষ ডাউনলোড করতে পারছেন।

এই ডাউনলোড অপ্‌শনের পাশাপাশি দিচ্ছে অসংখ্য গানের সম্ভার নিয়ে তৈরী মিউজিক ডাউনলোড সার্ভিস। এছাড়াও রয়েছে জনপ্রিয় গান, বাদ্যযন্ত্র এবং উদ্ধৃতির উপর ভিত্তি করে রিং ব্যাক টোন এবং রিংটোন এর সুবিধা।

ক্ষুদেবার্তা বা এসএমএস এর মাধ্যমেও মোবাইল গ্রাহকরা সেবা পেয়ে থাকেন । বার্তা ভিত্তিক বিষয়বস্তুতে সংবাদ সূচনাবার্তা, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, ফ্যাশনের খবর ও টিপস, ইসলামিক টিপস সহ আরো অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের মাধ্যমে প্রদানকৃত বিভিন্ন সেবা

১. এম-হেলথ
২. লাইফ স্টাইল
৩. হাস্য কৌতুক
৪. জ্যোতিষশাস্ত্র
৫. বলিউড গসিপ/নিউজ
৬. হলিউড গসিপ/ট্রিভিয়া/নিউজ
৭. সঙ্গীত তারকাদের খবর
৮. সর্বশেষ সিনেমার আপডেট
৯. মজাদার/ বিখ্যাত উদ্ধৃতি
১০. খেলার খবর
১১. ভেহিকল ট্র্যাকিং
১২. সঙ্গীর অবস্থান নির্দেশক
১৩. জীবন বীমা
১৪. প্রেমের কবিতা/ পরামর্শ/ উদ্ধৃতি/ সম্ভাষণ
১৫. সম্পর্কের পরামর্শ
১৬. ব্যক্তিত্ব টিপস
১৭. পিক আপ লাইনস

মোবাইল হেলথ সার্ভিস/স্বাস্থ্য সেবা

এটি একটি ভয়েস ভিত্তিক সেবা, যা বাংলাদেশের গর্ভবতী এবং নতুন মায়েদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে থাকে। যাত্রা শুরুর মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ২০১৩ সালের জুলাই মাসে এই উদ্ভাবনী সেবার গ্রাহক সংখ্যা পৌঁছায় ১০০,০০০-এ। সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বে মোবাইল এলায়েন্স ফর ম্যাটার্নাল অ্যাকশন কর্তৃক এ বছরের শুরুর দিকে আপনজন নামে চালু হয়েছিল এই সেবাটি।

গর্ভকালীন, প্রসব কালীন ও প্রসব পরবর্তী সময় মানুষের ভ্রান্ত ধারণা দূর করাই আপনজন-এর মূল লক্ষ্য। আর তাই এই সেবার মাধ্যমে সেসময় মায়েদের প্রকৃত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি এবং সতর্কতা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এছাড়াও এই সেবা স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবার নির্দেশিকা এবং পরিবার পরিকল্পনার সুবিধা ব্যাখ্যা করে থাকে।

ভয়েস ভিত্তিক এই সেবাটি মূলত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য নির্মিত হয়েছে। দ্যা ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এবং জনসন অ্যান্ড জনসন, ইউনাইটেড নেশনস ফাউন্ডেশন, এম-হেলথ্ এলায়েন্স এবং বেবি সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মোবাইল এলায়েন্স ফর ম্যাটার্নাল অ্যাকশন। এছাড়াও আপনজন-এ রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের ব্যাপক সহযোগিতা।

দেশের পাঁচটি মোবাইল অপারেটরের, এয়ারটেল, বাংলালিংক, সিটিসেল, গ্রামীণফোন এবং রবি'র মাধ্যমে গ্রাহক এই সেবা ব্যবহার করতে পারেন ।

এসব ছাড়াও, মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ স্বতন্ত্র উদ্যোগে চালু করেছে মোবাইল হেলথ্ সার্ভিস বা মোবাইল স্বাস্থ্য সেবা। যেখানে মোবাইল গ্রাহক শুধু একটি নম্বর ডায়াল করে পেশাদার চিকিৎসকের সহায়তা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ ও প্রাথমিক প্রতিকার পেতে পারেন।

কৃষি সংক্রান্ত তথ্য সেবা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং এদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষি কাজে নিযুক্ত রয়েছে। শিক্ষার হার এবং আধুনিক কৃষি জ্ঞানের অভাব বিবেচনা করে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায়ের সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৃষি তথ্য সেবা চালু করে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা কৃষি অথবা কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের জন্যই চালু করা হয়েছে এই সেবাগুলো। বস্তুত, এই সেবাগুলো কৃষি অর্থনীতির সম্পূর্ণ ভ্যালু চেইন কে সহায়তা প্রদান করবে।

আবহাওয়া হালনাগাদ, কৃষি সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি গ্রাহকদের হাতের মুঠোয় এনে সাহায্য করতেই তৈরী করা হয় কৃষি পোর্টাল। পোর্টালের সাথে সংযোগের মাধ্যমে গ্রাহক বৃক্ষ, মৎস, গৃহ পালিত পশু, কীট ও কীটনাশক, মাটি এবং সার সম্পর্কে

তথ্য পেতে পারেন। এছাড়াও পুরো দেশের আবহাওয়া বার্তাও জানতে পারেন।

খুবই সহজ উপায়ে ছোট একটি কোড নম্বর ডায়াল করে গ্রাহক সেবাগুলো পেতে পারেন। কোড ডায়ালের সাথে সাথে তিনি পৌঁছে যাবেন আইভিআর (ইন্টার‌্যাক্টিভ ভয়েস রেসপন্স) সিস্টেমে। গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষের জীবিকা নির্বাহের অন্যান্য খাত সম্পর্কিত সকল তথ্য প্রদান করবে এই সেবা।

মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস)

মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ তাদের প্রতিশ্রুতি 'নতুনত্বের শুরু' বাস্তবায়ন করতে দৃঢ়তার সাথে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর মোবাইল আর্থিক সেবা চালু এই যাত্রার মাইলফলক স্বরূপ।

গ্রাহকের হাতের মুঠোয় আর্থিক সেবা পৌঁছে দিতে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যাতে মোবাইল আর্থিক সেবা জনসাধারণের কাছে সহজেই ব্যবহারযোগ্য হয়। এখন গ্রাহক আর্থিক সেবা পোর্টফোলিও'তে খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারে। বর্তমান সময়ে একজন গ্রাহক তার মোবাইল সংযোগের মাধ্যমে ইউটিলিটি ও ইন্টারনেট বিল পরিশোধ, বীমার কিস্তি জমাদান, রেমিটেন্স গ্রহণ, মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ এবং ট্রেনের টিকেট এমনকি কনসার্টের টিকেটও ক্রয় করতে পারেন।

বাংলাদেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি অর্জন করেন সাউথ-সাউথ পুরস্কার। ইউএন ইকোনোমিক কমিশন ফর আফ্রিকা, পার্মানেন্ট মিশন অব এ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা টু দি ইউনাইটেড নেশনস্, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এবং সাউথ-সাউথ নিউজ এর যৌথ উদ্যোগে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

নিউ ইয়র্কে উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে পুরস্কার তুলে দেন আইটিইউ-এর সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ হ্যামাডুন আই. টরে।

আইটিইউ-এর সেক্রেটারি জেনারেল উল্লেখ করেন- নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের অগ্রগতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিনব ধারণার জন্য শেখ হাসিনা এই পুরস্কার পেয়েছেন। আর এ বছর পুরস্কারের মূল বিষয়বস্তু ছিল "ডিজিটাল হেল্‌থ ফর ডিজিটাল ডেভলপমেন্ট"।

আমাদের মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) গ্রহণের সুবিধা এখন গ্রাহক তার নিকটতম ক্যাশ পয়েন্ট থেকেও পেতে পারেন। গ্রাহক ইউএসএসডি (আনস্ট্রাকচার্ড সাপ্লিমেন্টারি সার্ভিস ডেটা) ব্যবহার করে এই সেবাগুলো উপভোগ করতে পারেন, যা গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল (জিএসএম) নামে পরিচিত। এটি মোবাইল ফোন এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামে বার্তা পাঠানোতে ব্যবহার করা হয়।

এছাড়াও দেশব্যাপী আর্থিক লেনদেনকে সহজ ও সুবিধাজনক করেছে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ-এর নিয়োজিত হেল্পলাইন এবং এমএফএস কেয়ার লাইন সেবা সমূহ। যা পূর্বনির্ধারিত শর্ট কোড বা নম্বর ডায়ালের মাধ্যমে সপ্তাহে সাত দিনই কাজ করে থাকে।

ইউটিলিটি বিল পরিশোধ

কিছুদিন আগেও বাংলাদেশে ইউটিলিটি বিল পরিশোধের জন্য দীর্ঘ সারিতে দাড়িয়ে বিল জমা দেয়া হতো। এই ধারণা বদলে দিতে, মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ ইউটিলিটি কোম্পানির সহযোগিতায় বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি), ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপলাই কোম্পানি (ডেসকো), ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথোরিটি (ওয়াসা) এবং তিতাস গ্যাস কোম্পানির জন্য বিল পরিশোধের অনন্য এক সেবা চালু করে।

ট্রেনের টিকেট

সময়ের চাহিদা মোতাবেক, মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে অংশীদারিত্বে চালু করেছেন ই-টিকিটিং সেবা। বর্তমানে রেল যাত্রীদের টিকিট কিনতে স্টেশনের দীর্ঘ সারিতে আর অপেক্ষা করতে হয় না। এই সেবার মাধ্যমে রেল যাত্রী তার মোবাইলের মাধ্যমে শর্ট কোড ডায়াল করে ট্রেনের টিকেট খুব সহজেই কেটে নিতে পারেন, অথবা দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ক্যাশ পয়েন্টের মাধ্যমেও এই সুবিধা পেতে পারেন।

নিজস্ব মোবাইলেই হোক আর মোবাইল ক্যাশ পয়েন্টের মাধ্যমেই হোক, এই সেবা ব্যবহার করে টিকেট ক্রয় করলে গ্রাহক তার মোবাইল ফোনে ই-টিকেট পেয়ে থাকেন। ই-টিকেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহক নির্দিষ্ট স্টেশন অথবা মোবাইল অপারেটরের কাস্টোমার কেয়ার সেন্টার থেকে ই-টিকেট প্রিন্ট করে নিতে পারেন।

রেমিটেন্স

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহযোগিতায় মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ যৌথ উদ্যোগে চালু করেছেন 'রেমিটেন্স' সেবা।

শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং দক্ষিণ এশিয়াতেও এই সেবা প্রথমবারের মতো চালু হয় এর মাধ্যমে। সেবাটি অত্যন্ত নিরাপদ, সুবিধাজনক, নির্ভরযোগ্য, দ্রুততম এবং সাশ্রয়ী মূল্যে রেমিটেন্স সিস্টেমের আওতাধীন। এই সেবায় মোবাইল গ্রাহক ক্যাশ পয়েন্ট থেকে যেকোনো অংশীদার ব্যাংকে মোবাইল ওয়ালেট অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং সরাসরি তাদের মোবাইল ওয়ালেট অ্যাকাউন্টে রেমিটেন্স গ্রহণ করতে পারেন। আর যাদের মোবাইল সংযোগ নেই, তারা এজেন্ট পয়েন্টে লেনদেনের বিবরণ জমার মাধ্যমে রেমিটেন্স গ্রহণ করতে পারেন। প্রতি বছর ৩৫ লাখের অধিক প্রবাসী বাড়িতে টাকা পাঠান, যা দেশের সমৃদ্ধির পথ কে সুগম করছে।

অনলাইন শপিং

মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ চালু করেছে অনলাইন শপিং এবং লাইফস্টাইল সাইট। গ্রাহক এখন বেশ কিছু সাইটের মাধ্যমে তাদের পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয় করতে পারেন। এই অফারে আছে অনলাইন রেডিও, বিনামূল্যে মেডিকেল ডিরেক্টোরি, ওয়েব এসএমএস সার্ভিসেস এবং আরো অনেক কিছু।

ওয়েব এসএমএস সেবা

ওয়েব এসএমএস সার্ভিস ব্যবহার করে বিপণনকারী তাদের প্রচারণার তথ্য, কম্পিউটার এবং স্মার্টফোন থেকে একই সময়ে অনেক নম্বরে এসএমএস পাঠাতে পারেন।

গিফ্‌ট শপ

মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণের আর একটি জনপ্রিয় ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (ভ্যাস) হলো শপ পোর্টাল। এই গিফট শপের মাধ্যমে গ্রাহক তার সেলফোন থেকে ভার্চুয়াল উপহার পাঠাতে পারেন। এই উপহার হতে পারে এম-মিউজিক ক্লিপস অথবা গ্রিটিং ক্লিপস। এই পোর্টালের মাধ্যমে জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত বার্তা উপহার হিসেবে পাঠানো যায় প্রিয়জনকে। গ্রাহক শুধুমাত্র একটি শর্ট কোড ডায়াল করেই আইভিআর সিস্টেমে প্রবেশ করে এই সেবা উপভোগ করতে পারেন।

সর্বশেষ সংবাদ

বাংলাদেশীরা দেশ-বিদেশের সর্বশেষ সংবাদ পেতে বিশেষ ভাবে আগ্রহী। মানুষের কাছে সঠিক খবর পৌঁছে দিতে, মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা নিয়ে এসেছে বিভিন্ন ধরনের খবরের এ্যালার্ট সার্ভিস। প্রতি ঘণ্টায় অথবা খবরের গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে এসএমএস-এর মাধ্যমে গ্রাহকের সেলফোনে সর্বশেষ সংবাদ পাঠানো হয়। রাজনীতি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি এবং ক্রীড়া অঙ্গনের ছোট বড় সব খবর এখন খুব সহজেই থাকে মানুষের হাতের মুঠোয়।

এছাড়াও, জয়ের প্রেরণা জোগাতে ক্রীড়া জগৎ কে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এই সেবায়। বাংলাদেশ সবসময়ই ক্রিকেট সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী এবং টেস্ট ক্রিকেটে জাতীয় দল ভালো করার ফলে এর প্রতি মানুষের আগ্রহও আরো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত সংবাদ ছাড়াও, যখন খেলার মাঠে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে যেমন- প্রতিপক্ষের উইকেট লাভ করা বা স্কোরের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেছে এমন সময় গ্রাহকের মোবাইলে খেলার বিশেষ সংবাদ আপডেট পাঠানো হয়।

ভেহিকল/যানবাহন ট্র্যাকিং সেবা

ভেহিকল/যানবাহন ট্র্যাকিং সেবা একটি জিপিএস ভিত্তিক ভেহিকল/যানবাহন ট্র্যাকিং সমাধান, যা ওয়েব/এসএমএস-এর মাধ্যমে অন্যান্য সুবিধার সাথে গাড়ির মালিক বা অনুমোদিত ব্যক্তির তাৎক্ষণিক অবস্থান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। এই সমন্বিত সমাধানের মাধ্যমে, গ্রাহক তার গাড়ির সঠিক সময়, অবস্থান এবং গাড়ি চালানোর নিয়ম-নীতি যেমন-গতিসীমা, প্রবেশ নিষিদ্ধ স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারেন। এছাড়াও, নিরাপত্তা সুবিধার মাধ্যমে গ্রাহক তার গাড়ি বা যানবাহন সুরক্ষা করতে পারেন, যেমন-সামনে বাধা, বিপদ সংকেত ইত্যাদি। এই সেবার অন্যান্য সুবিধা সমূহ হলো: স্পিড ভায়লেশন এ্যালার্ট (সকল যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ, নিরীক্ষণের পর চালানো, যাতে তাৎক্ষণিক বিপদ হ্রাস করতে পারে); এরিয়া এ্যালার্ম-এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু স্থান যানবাহনের জন্য বরাদ্দ থাকে; নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন হলে গাড়ির মালিক/অনুমোদিত ব্যক্তিকে অবহিত করা হয়;

'নো গো এরিয়া'- যানবাহনের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা চিহ্নিত করা; এছাড়াও, গাড়ি বা যানবাহন চলন্ত বা নিশ্চল অবস্থায় আছে কিনা তা বের করা। ফলে বন্ধ অবস্থায় গাড়ির অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

এ ধরণের অনেক সেবা মানুষের জীবনকে করে তুলেছে আরও গতিশীল। এছাড়াও বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান মোবাইল অপারেটরগণ-এর সাথে চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবা দিয়ে আসছেন।

এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড -এর সিএসআর কার্যক্রম ও সামাজিক অবদান

এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড, একটি সামাজিক দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে সবসময় কর্পোরেট এবং সামাজিক দায়িত্বের দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করে আসছে।

সম্প্রতি আয়োজিত কয়েকটি কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ইউথ অব দি ন্যাশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান

সম্প্রতি মোবাইল ফোন অপারেটর এয়ারটেল এবং শিশুদের শিক্ষা বিষয়ক এনজিও জাগো ফাউন্ডেশনের এর যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী এবং উন্নয়ন কর্মীদের ইউথ অব দি ন্যাশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এতে আরও সহায়তা করে মার্কিন দূতাবাস।

ঘুড়ি উৎসব

বিজয় দিবসের থিমে এয়ারটেলের পৃষ্ঠপোষকতায় "ঘুড়ি উৎসব" নামক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে নতুন ঘুড়ি বিক্রয় করে ১ লাখ টাকা সংগ্রহ করা হয় এবং জাগো ফাউন্ডেশনের ৫০০ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশুর মধ্যে তা দান করা হয়।

ঢাকায় আয়োজিত ঘুড়ি উৎসব

বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাস

জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুতের চাপ কমাতে এয়ারটেল সাইটের ৭৫ শতাংশ বিটিএস আবাসস্থলের বাইরে স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন বিটিএস সরঞ্জাম ইনস্টলেশন করা হয় যা জ্বালানী অপচয় রোধ করছে (এখন ব্যয় হচ্ছে ০.৭ কিলোওয়াট ~ ০.৮ কিলোওয়াট, পক্ষান্তরে একই মানের গতানুগতিক বিটিএস দ্বারা ব্যয় হতো ১.৫ কিলোওয়াট)। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি ৩৮০ এফসিইউ (ফ্রি কুলিং ইউনিট) স্থাপন করেছে, যা প্রতিটি সাইটের ২৫ শতাংশ জ্বালানী অপচয় রোধ নিশ্চিত করছে।

৭টি সাইট সম্পূর্ণভাবে সৌর শক্তি দ্বারা চালানো হয়। এটি বাস্তবায়নের পূর্বে যেখানে প্রতিদিন ডিজি ১৬ ঘণ্টা ছিলো সেখানে এখন ডিজি ৫.৫ ঘণ্টা/দিনে এসে দাড়িয়েছে।

শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

এয়ারটেল কর্তৃক দিনাজপুরের দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

দেশের সবচেয়ে শীত আক্রান্ত এলাকা উত্তরাঞ্চলের অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে গরম কাপড় ও কম্বল বিতরণের উদ্যোগ নেয় এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড। এয়ারটেল শিতার্ত মানুষের মাঝে ৮,৫০০ কম্বল বিতরণ করে।

প্রতিভার খোঁজে

একটি সম্ভাবনাময় যুব সমাজ গড়ে তুলতে এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড ২০১২ সালে আয়োজন করে এয়ারটেল রাইজিং স্টার এবং এর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ২০১৩ সালের আগস্টে। প্রথম পর্বে, বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা থেকে ৬০,০০০-এর অধিক অংশগ্রহনকারীর মধ্য থেকে কঠোর নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১২জন প্রতিভাবান তরুণ ফুটবলার নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে এই ১২জন তরুণ ফুটবলারকে নিয়ে যাওয়া হয় ফুটবলের পবিত্র ভূমি নামে খ্যাত ব্রিটেনের ওল্ড ট্রাফর্ড এ। যেখানে তারা তাদের স্বপ্নের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবে অনুশীলন করার সুযোগ পায়। বর্তমানে এই ১২জন ফুটবল খেলোয়ারের মধ্যে অনেকেই বাংলাদেশের জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৬ দলে খেলছে।

এয়ারটেল রাইজিং স্টারস্ বাংলাদেশের পতাকা হাতে ফুটবলের পবিত্র ভূমি নামে খ্যাত ব্রিটেনের ওল্ড ট্রাফর্ড এ

মোঃ মুজিবুর রহমান
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

> যাত্রার শুরু থেকে ই-হেলথ, ই-ভোটিং, বিভিন্ন জেলায় ই-সেবা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ই-বিলিং ইত্যাদি সেবার মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স নির্মানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ শিল্পখাত সম্পর্কে তার মূল্যবান মতামত “ConneXion”-এ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে মোবাইল ইকো সিস্টেমের অবদান কী?

বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখবার জন্য মোবাইল ইকো সিস্টেমের যোগসূত্র বা এর অবদান জানার পূর্বে, মোবাইল ইকো সিস্টেমের রূপরেখা এবং এর পরিধি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। মোবাইল ইকো সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত হলেও, এর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে স্বীকৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো মোবাইল ফোন। বর্তমানে তিন ধরণের মোবাইল ফোন ব্যবহার হচ্ছে, এগুলো হলো- ফিচার ফোন, স্মার্টফোন এবং টাচফোন। এছাড়াও আইপ্যাড এবং ট্যাবলেট কম্পিউটার মোবাইল ফোন এর মতোই বিবেচিত হচ্ছে। এই সব পণ্যের মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত, বিশেষ করে ওয়াইফাই সক্ষমতা সংবলিত উচ্চতর প্রযুক্তির পণ্যগুলোর উপর। বাজারে দ্রুত ক্রমবর্ধমান ফোন হলো টাচফোন। স্মার্টফোনের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বড় স্ক্রীণ, আরো জোরালো ওয়েব ব্রাউজার এবং শক্তিশালী অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে টাচফোনের কথা ভাবা যেতে পারে। টাচফোন ব্যবহারকারীরা মূলত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ওয়েব ব্রাউজ করে থাকেন। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রায় ৯৩ শতাংশ আইফোন ব্যবহারকারী মোবাইল ওয়েবে সংবাদ ও তথ্য জানতে তাদের ডিভাইস ব্যবহার করেন।

ফোন ছাড়াও আরো বেশ কিছু উপাদান নিয়ে গঠিত মোবাইলফোনের ইকো সিস্টেম। এর মধ্যে রয়েছে বাহক, প্ল্যাটফর্ম এবং অপারেটিং সিস্টেম। বাহক/অপারেটরগণ গ্রাহকদের মোবাইল সেবা প্রদান করে থাকে। সেলুলার টাওয়ারের নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে অপারেটরগণ মোবাইল সেবা প্রদান করছে। সাধারণত বিভিন্ন প্রজন্ম প্রযুক্তির ভিন্নতার কারণে নেটওয়ার্কও ভিন্ন ভিন্ন হয়। বর্তমানে, অধিকাংশ গ্রাহক তৃতীয় প্রজন্ম (থ্রিজি) প্রযুক্তিতে মোবাইল ওয়েব ব্রাউজ করছে। তৃতীয় (থ্রিজি) এবং চতুর্থ (ফোরজি) প্রজন্ম প্রযুক্তিতে মোবাইল ব্রাউজিং উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর প্ল্যাটফর্ম বিকাশ লাভ করে প্রোগ্রামিং অবকাঠামোর উপর ভিত্তি করে, যার ডিভাইজের জন্য সকল সফটওয়ারের উন্নতি ঘটছে। এখন মোবাইলের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্ম হলো-অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস, জাভা এম এবং ব্ল্যাকবেরী। এর প্রত্যেকটিই নিজস্ব মালিকানাধীন প্ল্যাটফর্মে চলছে।

এছাড়াও মাঝারি ধরণের অ্যাপ্লিকেশন মোবাইল ইকো সিস্টেমের আওতায় রয়েছে। সেগুলো হলো- এসএমএস, মোবাইল ওয়েবসাইট, মোবাইল ওয়েব উইজেট, মোবাইল ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, দেশীয় অ্যাপ্লিকেশন এবং গেম। বার্তা প্রাপক এবং প্রেরক উভয়ের জন্যই এসএমএস ব্যয়বহুল সেবা হতে পারে। মোবইল ওয়েব ব্রাউজের মতো আরো অনেক অ্যাপ্লিকেশন সরবরাহ করে থাকে মোবইল ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন।

সেদিন আর দূরে নেই, যেদিন বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১৪ কোটি মানুষই মোবাইলফোন ব্যবহার করবে। মোবাইল ইকো সিস্টেম দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের একটি বড় অংশ দখল করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে এর ভীষণ প্রভাব পরবে। টেলিযোগাযোগ বাজারের চালিকাশক্তি হলো, এই প্রযুক্তি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান। এর সাথে নিশ্চিত করতে হবে এই প্রযুক্তির বিপুল সংখ্যক গ্রাহক এবং অন্যান্য অংশীদারসহ বিভিন্ন সরবরাহকারীরা একসাথে এর সঠিক ব্যবহার করছেন কিনা এবং পাশাপাশি যথাযথভাবে একে কাজে লাগাচ্ছেন কিনা। অতএব, এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটি বিবিধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে দেশের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখবে। পাশাপাশি মানুষের আয় বাড়িয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, পুঁজিবাজারের মূলধন বৃদ্ধি এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি শুধুমাত্র কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিস্তৃত পথই খুলবে না বরং একই সাথে শিক্ষা এবং নিরবিচ্ছিন্ন ব্রডব্যান্ড যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক সামঞ্জস্য বজায় রাখবে।

সেদিন আর দূরে নেই, যেদিন বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১৪ কোটি মানুষই মোবাইলফোন ব্যবহার করবে। মোবাইল ইকো সিস্টেম দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের একটি বড় অংশ দখল করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে এর ভীষণ প্রভাব পরবে।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ বাজার এবং এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

আমি আবারো বলবো সেদিন আর দূরে নেই যেদিন বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১৪ কোটি মানুষই টেলিযোগাযোগ গ্রাহক হবেন। পাশাপাশি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের একটি বড় অংশ দখল করবে টেলিযোগাযোগ শিল্পখাত। এছাড়াও এই খাত জাতীয় অর্থনীতিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করবে এবং অবিস্মরনীয় অগ্রগতি ঘটাবে। বর্তমানে ছয়টি অপারেটর এবং মুষ্টিমেয় ল্যান্ড ফোন অপারেটর মিলে প্রায় ১১ কোটি গ্রাহক ভিত্তিক বাজার তৈরি করেছে। দেশ জুড়ে নেটওয়ার্ক বিস্তারের সক্ষমতা পৌঁছেছে প্রায় ১০০

শতাংশে। আমাদের প্রতিষ্ঠান, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোক্তা হিসেবে যাত্রা শুরুর পর থেকেই নিজস্ব দায়িত্ব থেকে দেশের প্রতিটি প্রান্তে এমনকি পার্বত্য অঞ্চলেও নেটওয়ার্ক বিস্তার ঘটিয়েছে। আমাদের টেলিযোগাযোগ বাজার উন্নয়নশীল এবং ক্রমবর্ধমান সুশৃঙ্খলতা পাচ্ছে, পাশাপাশি গঠিত হচ্ছে সহযোগিতামূলক পরিবেশ। আর এগুলো সরকার এবং অন্যান্য সব অংশীদারের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে, এই শিল্পখাত ১৫ কোটি গ্রাহকের বাজার উপভোগ করবে। দেশ ব্যাপী শুধুমাত্র সংযোগই প্রদান করবে না, এছাড়াও থ্রিজি এবং ফোরজি প্রযুক্তির মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সেবা ব্যবহারের প্রবৃদ্ধি ঘটাবে। টেলিযোগাযোগ বাজারের প্রভাব শুধুমাত্র নিজ খাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্যান্য খাতের চালক ও অগ্রগতির ধারক হিসেবে কাজ করবে। বর্তমানে, সময় অর্থ হিসেবে আর জ্ঞান শক্তি হিসেবে বিবেচিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাধাহীণ উচ্চ-গতি সম্পন্ন সংযোগের সাহায্যে একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজের দক্ষতা সঠিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। দেশের অন্যান্য অর্থনৈতিক শক্তির চেয়ে এটি অনেক বেশি কার্যকর।

আপনি কি মনে করেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ লক্ষ্যপূরণের জন্য একটি টেলিযোগাযোগ রোড ম্যাপ/ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আছে?

ডিজিটাল বাংলাদেশের যে লক্ষ্য, সে অনুযায়ী দেশের প্রতিটি নাগরিক সমানভাবে বিভিন্ন অনলাইন সেবা সর্বদা ব্যবহার ও উপভোগ করতে সক্ষম হবেন। গ্রাহক, সরবরাহকারী, টেলিযোগাযোগ শিল্পখাতের সকল অংশীদারগণ এর আর্থিক সুফল উপভোগ করবেন। ফলে সমাজ এর ব্যাপক সুফল পাবে। এ ধরণের লক্ষ্যকে জয় করতে প্রয়োজন একটি টেলিযোগাযোগ রোড ম্যাপ/দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। যা দেশের পরিবর্তন ও রূপান্তরের রূপরেখা অংকন করবে। বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়ে যথার্থরূপে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সহায়ক ও সুবিধাজনক নিয়ন্ত্রক কাঠামো গঠন করছে, যাতে এই ক্ষেত্রে সকল অপারেটরগণ তার ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। পাশাপাশি সহজে বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণের সুযোগ তৈরী করছে। বাংলাদেশের বর্তমান টেলিযোগাযোগ বাজারের দক্ষতা একটি লক্ষণীয় বিষয়। ইতিমধ্যে কালিয়াকৈরে চলছে হাই টেক পার্ক বাস্তবায়ন। এই কাজে নিযুক্ত আছে আইসিটি ইনকিউবেশন সেন্টার। পাশাপাশি সরকার এবং পাবলিক অফিসার উভয়ই আইসিটি স্বয়ংক্রিয় কাজের পরিবেশ তৈরিতে এবং ব্যাপক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ ত্বরান্বিত করতে সর্বসময় নজর রাখছে। অতএব, টেলিযোগাযোগ খাত/বাজারের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগ রোড ম্যাপ/দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অত্যন্ত প্রয়োজন।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মূল সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?

তথ্য ও যোগাযোগ খাতে সরকারের অগ্রগতির দারুন সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ শিল্পখাত, বিশেষ করে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় প্রবৃদ্ধি তৈরিতে সক্ষম। আর সুষ্ঠ প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দিচ্ছে নিয়ন্ত্রক ও আইনি কাঠামো। এটি দেশে দক্ষ টেলিযোগাযোগ বাজার গঠনে উৎসাহ দান করবে। এছাড়াও একটি বিশাল সম্ভাবনাময় বাজার তৈরি হবে, যা ব্যাপকভাবে কার্যকর হবে এবং যেখানে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা, ভয়েস, বার্তা, ভিডিও এবং ইন্টারনেট সংযোগ এর মতো আরো অন্যান্য পণ্য ও সেবার উন্নয়ন ঘটবে। এছাড়াও এই ব্যবসায় বিশেষ সম্ভাবনাময় দিক হিসেবে দেখা দিয়েছে অবকাঠামো শেয়ারিং এবং এর বিন্যাস।

অন্য দিকে, সামাজিক দিক থেকে সাইবার অপরাধ ও সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিষয়াদি, প্রযুক্তির দ্রুত অপ্রচলিত হওয়া, তীব্র প্রতিযোগিতা, কর এবং লাইসেন্স সম্পর্কিত সমস্যা এই খাতের অপারেটরদের নানা রকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে।

২০১৩ থেকে ২০১৫-তে আপনার পরিকল্পনা কী?

যাত্রার শুরু থেকে ই-হেলথ, ই-ভোটিং, বিভিন্ন জেলায় ই-সেবা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ই-বিলিং ইত্যাদি সেবার মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড। উচ্চ গতি সম্পন্ন সংযোগ নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি এর অন্যতম সফলতা, যা অত্যন্ত লক্ষ্যণীয় বিষয়। টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন প্রায় ২৪ লাখে পৌঁছেছে। বর্তমানে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড বিভিন্ন ধরনের সর্বাধুনিক ও মানসম্পন্ন সেবা চালু করেছে। এ পর্যন্ত, প্রায় ২ কোটি শিক্ষার্থীর তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে টিবিএল সার্ভারে। এই তথ্য জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিবছর প্রায় ৪,৩৪,০০০ মায়েদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চিকিৎসা তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্য আছে আমাদের।

এছাড়াও, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর নিজ উদ্যোগে ২য় সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ ৯৫ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে। "থ্রিজি প্রযুক্তি এবং ২.৫জি নেটওয়ার্ক বিস্তারের সূচনা" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৫ লাখ গ্রাহক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নেটওয়ার্ক বাস্তবায়ন পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার পর, আশা করা যাচ্ছে যে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর নেটওয়ার্কের আওতায় বিটিএস সংখ্যা হবে ১৭৬৮। ইতিমধ্যে দেশে প্রথমবারের মতো থ্রিজি সেবা চালু করা হয়েছে। প্রকল্পটি পিপল'স্ রিপাবলিক অব চায়না এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যেই প্রকল্পের প্রায় ৬৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প শেষ হলে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৯৫ লাখে উন্নীত হবে। খুব শীঘ্রই সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে বিস্তারলাভ করবে থ্রিজি নেটওয়ার্ক।

ঢাকার আজিমপুর সংলগ্ন নিউমার্কেটে টেলিটকের নতুন একটি কাস্টমার কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এম পি। এছাড়ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. আবুবকর সিদ্দিক এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান

থ্রিজি'র
জোয়ারে মেতে উঠেছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ অত্যাধুনিক তৃতীয় প্রজন্মের প্রযুক্তি গ্রহণে বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও, মাত্র এক মাসের ভিতরে থ্রিজি প্রযুক্তি চালু করে শুধু দেশেই নয় বরং বিশ্বের বুকে সৃষ্টি করেছে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

এই শিল্পখাতের দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত থ্রিজি সেবা দেশ জুড়ে বাস্তবায়ন করতে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তে সফলভাবে জিএসএম অপারেটরদের মধ্যে ২.১ গিগা হার্টস তরঙ্গ বরাদ্দ করেছেন।

মাত্র এক মাসেরও কম সময়ে জীবন পেল থ্রিজি নেটওয়ার্ক

১২ সেপ্টেম্বর থ্রিজি লাইসেন্স-এর ঘোষণা দেয়া হয়; যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য অপারেটরগণ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বরাবর নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) চেয়ে আবেদন করে এবং একই দিনে নিয়ন্ত্রক সংস্থা নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) প্রদান করে। উচ্চ গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সেবার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও উদ্দীপনা বিবেচনা করে কিছু সরঞ্জাম আকাশ-চালানের মাধ্যমে দেশে আনা হয়।

থ্রিজি'র অগ্রগতিতে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা

দীর্ঘদিন আগেই বাংলাদেশে থ্রিজির যাত্রা শুরু হয়। যথাযথ তরঙ্গ বরাদ্দের মাধ্যমে বিটিআরসি'র সাথে অংশীদারিত্বে ২০০৮ সালে একটি ইউরোপীয় বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান যখন "আলোকিত বাংলাদেশ" শীর্ষক থ্রিজি/এইচএসপিএ (হাই স্পিড প্যাকেট অ্যাক্সেস) নেটওয়ার্ক-এর প্রথম পরীক্ষামূলক সম্প্রচারের আয়োজন করে ঠিক তখনই এই পথে প্রথম পা বাড়ায় বাংলাদেশ। পরবর্তীকালে দেশের প্রযুক্তি শিল্পের পথ পরিবর্তনের লক্ষ্যে চীনা বেক্রেতা এদেশে এই একই প্রযুক্তি পরীক্ষামূলক ভাবে ব্যবহার করে; যা পার্শ্ববর্তী অনেক দেশেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল।

থ্রিজি নিলামের বিশেষ কিছু দিক

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর প্রস্তাবিত ৫ মেগা হার্টস-এর ৮টি ব্লকে বিভক্ত ২.১ গিগা হার্টস ব্যান্ডের মোট ৪০ মেগা হার্টস তরঙ্গের মধ্যে ২৫ মেগা হার্টস তরঙ্গ বিক্রি হয়েছে এবং ১৫ মেগা হার্টস তরঙ্গ অবিক্রিত অবস্থায় রয়ে গেছে।

পূর্ব নির্ধারিত প্রতি মেগা হার্টস তরঙ্গের ভিত্তি মূল্য ছিল ২০ মিলিয়ন ডলার। প্রতি মেগা হার্টস তরঙ্গ ২১ মিলিয়ন ডলার মূল্যে গ্রামীণফোন ১০ মেগা হার্টস তরঙ্গ কিনে নেয়। পাশাপাশি এয়ারটেল, বাংলালিংক এবং রবি প্রত্যেকেই একই মূল্যে ৫

মেগা হার্টস তরঙ্গ কেনে। থ্রিজি লাইসেন্সে ফোরজি/এলটিই (লং টার্ম ইভল্যুশন) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একটি বাণিজ্যিক পরীক্ষামূলক প্রকল্পের আওতায় গত বছর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অপারেটর টেলিটক সর্বপ্রথম দেশে থ্রিজি সেবা চালু করে। যদিও, আগেই সিডিএমএ অপারেটর সিটিসেল স্বতন্ত্রভাবে, এনহান্সড্ ভয়েস-ডেটা অপটিমাইজেশন (EVDO) এর মাধ্যমে উচ্চ গতিসম্পন্ন তথ্য সেবা চালু করেছিল।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) আয়োজিত থ্রিজি নিলামে অংশগ্রহণকারী মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর এয়ারটেল, বাংলালিংক, গ্রামীণফোন এবং রবি। পর্যবেক্ষক হিসেবে নিলামে উপস্থিত ছিলেন এমটব-এর সেক্রেটারি জেনারেল।

নিলাম থেকে বাংলাদেশ সরকার তরঙ্গ মূল্য বাবদ ৫২৫ মিলিয়ন ডলার (৪ হাজার ৮ কোটি ২০ লাখ টাকা) এবং ৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক (মূল্য সংযোজন কর) হিসেবে পেয়েছেন। লাইসেন্স ফি হিসেবে প্রত্যেক অপারেটরকে ১০ কোটি টাকা করে জমা দিতে হয়।

২০১৩ সালের আগস্ট মাসের শেষ নাগাদ প্রায় ১১ কোটি সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যায় পৌঁছেছে বাংলাদেশের ছয়টি মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর ।

বাংলাদেশে ২০০৮ সাল থেকে থ্রিজি নিলামের তারিখ বহুবার স্থগিত করা হয়েছে। সে সময় টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম বিক্রেতারা থ্রিজি/এইচএসপিএ এর জন্য প্রচারণা চালু করে এবং প্রযুক্তির সহায়তার জন্য বেশ কয়েকবার সরসরি ট্রায়াল দেন। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয় হয়ে উঠেছিল থ্রিজি।

নতুন এই প্রযুক্তির আবির্ভাবে, প্রযুক্তি জ্ঞান পিপাসু তরুণরা নতুন উদ্যমে সামনে এগিয়ে যাবে।

বাংলাদেশ সম্ভবত বিশ্বের একমাত্র দেশ যে দেশ এক মাসের ভিতরে থ্রিজি প্রযুক্তি চালু করে বিশ্বের বুকে সৃষ্টি করেছে এক বিরল দৃষ্টান্ত।
নতুন এই প্রযুক্তির আবির্ভাবে, প্রযুক্তি জ্ঞান পিপাসু তরুণরা নতুন উদ্যমে সামনে এগিয়ে যাবে।

airtel

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ২ অক্টোবর, ২০১৩ তে বনানী এয়ারটেল এক্সপেরিয়েন্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত এয়ারটেল থ্রিজি নেটওয়ার্ক উদ্বোধনে বক্তব্য রাখছেন এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সিইও ও এমডি ক্রিস টোবিট।

banglalink

বাংলালিংক থ্রিজি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এর থ্রিজি সার্ভিস পর্যবেক্ষণ করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি এবং বাংলালিংক-এর সিইও জিয়াদ শাতারা।

grameenphone

গ্রামীণফোনের থ্রিজি নেটওয়ার্ক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি'র সাথে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. আবুবকর সিদ্দিক, টেলিনর গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জন ফ্রেড্রিক বাক্সাস এবং গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিবেক সুদ।

রবি

বাংলাদেশে প্রথম আনুষ্ঠানিক থ্রিজি ভিডিও কল করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তে রবি আজিয়াটা লিমিটেড ঢাকা এবং চট্টগ্রামে একযোগে তাদের ৩.৫জি নেটওয়ার্ক উদ্বোধন করে।

বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও বাংলাদেশ তার টেলিযোগাযোগ শিল্পখাতের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে সামনে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে

ইয়ান-জু কিম পিএইচ.ডি
আঞ্চলিক পরিচালক
আইটিইউ রিজিওনাল অফিস ফর
এশিয়া অ্যান্ড দি প্যাসিফিক

আইটিইউ রিজিওনাল অফিস ফর এশিয়া অ্যান্ড দি প্যাসিফিক-এর আঞ্চলিক পরিচালক ইয়ান-জু কিম পিএইচ.ডি টেলিযোগাযোগ শিল্পখাতের উন্নয়ন এবং আইটিইউ-এর লক্ষ্য সম্পর্কে তার মূল্যবান মতামত "ConneXion"-এ প্রকাশ করেছেন।

সমাজের অগ্রযাত্রার বাহক হিসেবে টেলিযোগাযোগ শিল্পখাতকে আপনি কোথায় দেখতে চান?

অগ্রগামী ডিজিটাল যুগের টেলিযোগাযোগ/তথ্য প্রযুক্তি আমাদের জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলছে। শুরু থেকেই এটি বিশ্বজুড়ে সৃজনশীল অর্থনীতি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন সহ বিভিন্ন দেশের জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

যদিও আর্থিক অস্বচ্ছলতা, প্রতিবন্ধকতা, স্বল্প-শিক্ষা, দূরত্ব, সংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বাধার কারণে অনেকেই এখন পর্যন্ত এর যথাযথ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। তবুও টেলিযোগাযোগ/তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির শক্তি প্রথাগত অনেক বাধা-বিঘ্ন হ্রাস করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষত সময় ও দূরত্বের ক্ষেত্রে, উন্নত টেলিযোগাযোগ/তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রবেশ করে সকল বাধা জয় করা সম্ভব হচ্ছে। এশিয়া মহাদেশ সহ বিশ্বের সর্বত্রই সকল কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ইন্টারনেট।

টেলিযোগাযোগ/তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা সমাজের সকলের কাছে পৌছে দেয়া প্রয়োজন। প্রযুক্তির এ সুবিধা ছড়িয়ে দিতে হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাসমূহের কাছেও। মানুষের সাথে আরও সম্পৃক্ত তথ্য এবং ডিজিটাল দেশ গঠনে এ সুবিধা সমাজের সকলের কাছে পৌছে দেয়া বিশেষ প্রয়োজন।

পরবর্তী দশকের জন্য আইটিইউ-এর লক্ষ্য কী?

টেলিযোগাযোগ/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)-এর জন্য নিয়োজিত জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) তার সদস্যদের টেলিযোগাযোগ/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বেতারসংযোগ, মান নির্ধারণ এবং উন্নয়নের মতো বিশেষ কিছু বিষয়ে তাদের তিনটি খাতের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে থাকে। আর সে তিনটি খাত হলো- বেতারসংযোগ (আইটিইউ-আর), টেলিযোগাযোগ মান নির্ধারণ (আইটিইউ-টি) এবং টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন (আইটিইউ-ডি)। ১৯৩টি সদস্য দেশের পাশাপাশি ৭০০-এর অধিক সেক্টর এবং সহযোগী সদস্য নিয়ে ১৮৬৫ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত হয় আইটিইউ-এর সদর দপ্তর। এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ৪টি আঞ্চলিক অফিস এবং ৭টি এরিয়া অফিস আছে।

আইটিইউ বিশ্বের সাথে সংযোগ গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ, যেখানে আধুনিক জীবনধারার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র যেমন- ব্যবসা, সংস্কৃতি বা বিনোদন, ঘরে অথবা বাইরে সর্বক্ষেত্রেই ডিজিটাল যুগে টেলিযোগাযোগ/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর হবে।

উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা এখন পাঁচ বিলিয়ন টেলিভিশন গ্রাহক সংখ্যার কাছাকাছি এবং প্রতি বছর নতুন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১০ কোটিতে। সারা বিশ্বে শত শত কোটি মানুষ আজ স্যাটেলাইট সেবা উপভোগ করছে- স্যাটেলাইট ন্যাভিগেশন সিস্টেম থেকে পাচ্ছে দিকনির্দেশনা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস অথবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসেও দেখতে পাচ্ছে টেলিভিশন। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন তাদের মোবাইল ফোনটিকে মিউজিক প্লেয়ার ও ক্যামেরা ভিডিও হিসেবে ব্যবহার করছে।

আইটিইউ প্রযুক্তির সাথে ১৫০ বছর ধরে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রেখেছে, তারা আশা করে আজ অথবা আগামীতে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন। পাশাপাশি কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এমনকি শ্রম খাতকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যা সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের পথকে সুগম করবে এবং আশার আলো ছড়াবে ।

সরকারী-বেসরকারী সদস্যদের নির্ভরযোগ্য ও গঠনমূলক নীতির মাধ্যমে আগামীতে একটি সম্ভাবনাময় ও দক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠায় এই ইউনিয়ন নেতৃত্ব দেবে। এছাড়াও সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাবে এমন অনেক উদ্ভাবনী আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন এবং সেবা নিয়ে আসার সম্ভাবনা এবং এর সদস্যদের দাবির দরুন নারী-পুরুষ কিংবা প্রবীণ-নবীন নির্বিশেষে সকলের ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরি হবে। সেইসাথে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও অবদানের মাধ্যমে সৃজনশীল কাজ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা এবং আরো অনেক বিষয়ে উন্নয়ন ঘটিয়ে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে ।

কিন্তু, একই সাথে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) নানা রকম নেতিবাচক বিষয় যেমন বিভিন্ন রকমের বৈরি নীতি, নিয়ন্ত্রক এবং প্রযুক্তিগত পরিবেশ যেমন- সাইবার স্পেস ইত্যাদির কারণে ব্যাপক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। আর তাই, আইটিইউ তার

সরকারী-বেসরকারী সদস্যদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে বিশ্বাসযোগ্য আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম বা মধ্যস্থতার মাধ্যম হিসেবে সবার জন্য নিরাপদ ও দক্ষ সমাজ গঠনে সহযোগী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

টেলিযোগাযোগ খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

আইটিইউ কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৩ সালের আইসিটি ডেভলপমেন্ট ইনডেক্স (আইডিআই)-এর তিনটি সাব-ইনডেক্স যথাক্রমে- অবকাঠামো/অ্যাকসেস, ব্যবহার এবং দক্ষতা অনুসারে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক গতিশীল দেশকে পেছনে ফেলে চার ধাপ এগিয়ে এসেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) যথাযথ ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি সম্পদশালী এবং আধুনিক দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের যে অঙ্গীকার তাকে আমি সাধুবাদ জানাই। অর্থাৎ "ডিজিটাল বাংলাদেশ" ভিশন ২০২১ অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি প্রকল্প। এর উদ্বোধনকালে বাংলাদেশে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করি। এছাড়া এদেশের সাফল্যের আর একটি বিস্ময়কর উদাহরণ টেলিযোগাযোগ খাত। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আগামীতে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে আরো এগিয়ে যাবে।

তাছাড়া, প্লেনিপোটেনশিয়ারি কনফারেন্স ২০১০-এর ১৯৩ সদস্য দেশের মধ্যে আইটিইউ পরিষদের ৪৮ সদস্যের একজন হিসেবে নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ আইটিইউ-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সক্রিয় সদস্য।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের আরো অধিক উন্নয়নে আইটিইউ কিভাবে সাহায্য করতে পারে?

সাধারণত টেলিযোগাযোগ/আইসিটি খাতের সামগ্রিক বিকাশে, বিশেষ করে মানুষ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায়নের জন্য, দ্রুত পরিবর্তনশীল টেলিযোগাযোগ/আইসিটি খাত এবং এর নীতি নিয়ন্ত্রক রূপরেখা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্যে আইটিইউ তার সদস্য দেশের জনগণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, টেলিযোগাযোগ/আইসিটি খাতের বিভিন্ন দিক যেমন- অবকাঠামো, অ্যাপ্লিকেশন, নীতি ও নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য আইটিইউ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতি, সাইবার নিরাপত্তা অবকাঠামো, আন্তঃসংযোগ মূল্য নির্ধারণ, উল্লেখযোগ্যপূর্ণ বাজারের ক্ষমতা, ইনফরমেশন সিস্টেম পরিচালনা, তরঙ্গ মূল্য নির্ধারণ, এনালগ থেকে ডিজিটাল ব্রডকাস্টিং মাইগ্রেশনের সময় নীতি নির্মাতাগোষ্ঠী, নিয়ন্ত্রক এবং এই খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে এবং সকল সংশ্লিষ্ঠদের জন্য কাজের পরিবেশ নির্মাণে উৎসাহ দিতে অনেক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। আইটিইউ-এর এই কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

এছাড়া আগামী ১৮ নভেম্বর, ২০১৩ এ আয়োজিত আইটিইউ কানেক্ট এশিয়া-প্যাসিফিক সামিট এ বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিবে এবং বিভিন্ন প্রকল্প যেমন- 'সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মসংস্থানের জন্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে টেলিযোগাযোগ এবং শ্রম খাতের আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) ব্যবহার', 'সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবহার করে জাতীয় ব্রডব্যান্ড সেবা নেটওয়ার্ক' এবং 'স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে আইসিটি/টেলিযোগাযোগ খাতকে শক্তিশালীকরণ' ইত্যাদি উদ্বোধন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

টেলিযোগাযোগ খাতে কর্মরত বাংলাদেশীদের দক্ষতা এবং দুর্বলতা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

আইসিটি ডেভলপমেন্ট ইনডেক্স (আইডিআই) ২০১৩ তে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সাব-ইনডেক্স এর একটি ছিল মানুষের দক্ষতা সম্পর্কিত, যা তথ্য ভিত্তিক সমাজের পরিমাপক। এই ইনডেক্স গুলিতে বিশেষ করে দক্ষতার সাব-ইনডেক্স এ এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ অনেক সৌভাগ্যবান, কারণ প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতা যেমন- দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার সম্ভাবনা এখানে আছে। টেলিযোগাযোগ/আইসিটি খাতের মানুষ ভীষণ পরিশ্রমী এবং প্রতিভাবান। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশ তার উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সঠিকভাবে সম্পদ পরিচালনার মাধ্যমে এই দক্ষ কর্মীবাহিনী ব্যবহারে সক্ষম হবে। বিদেশে বিশেষ করে টেলিযোগাযোগ খাতে কর্মরত অনেক বাংলাদেশী তাদের দক্ষতা এবং কৃতিত্বের মাধ্যমে দেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন। আমি নিশ্চিত, তারা তাদের নির্দিষ্ট বিষয়ে আরো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে এবং আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ/আইসিটি খাতের উন্নয়নে অবদান অব্যাহত রাখবে।

টেলিযোগাযোগ/আইসিটি খাত সবসময় দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং উদ্ভাবনশীল। আর তাই টেলিযোগাযোগ/আইসিটি খাতে নীতি ও নিয়ন্ত্রক নিশ্চয়তার মাধ্যমে স্বচ্ছ এবং পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা, প্রতিযোগিতার উন্নতি সাধন, প্রযুক্তি নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগে উৎসাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষ মানব সম্পদও ব্যাপকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

কার্যকর প্রতিযোগিতা বিশেষ করে মোবাইল খাতে, বাংলাদেশের মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যের ট্যারিফ এবং উদ্ভাবনী অ্যাপ্লিকেশনের সাথে বিশেষ ব্রডব্যান্ড (থ্রিজি) চালু বাংলাদেশে মোবাইল ব্রডব্যান্ডের সাফল্যের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। এজন্য, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন প্রকল্পের যাত্রায় সক্রিয় অংশীদার হতে পেরে আইটিইউ গর্বিত।

আইটিইউ-এর সকলের পক্ষ থেকে `Connexion' কে অশেষ ধন্যবাদ।

একটি তথ্য ভিত্তিক
সমাজে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ

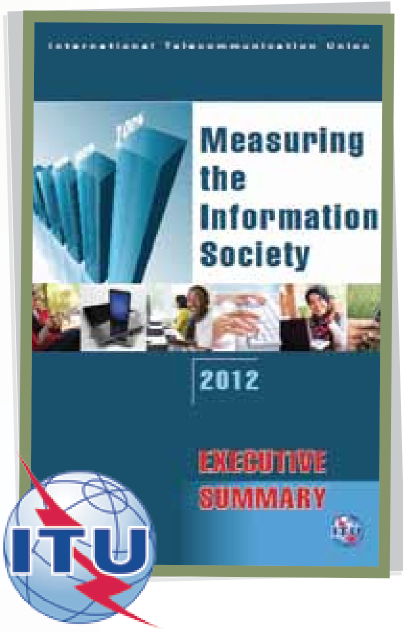

বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উল্লেখযোগ্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ আইসিটি উন্নয়ন তালিকায় পূর্ববর্তী বছরের ১৩৯তম অবস্থান থেকে এ বছরে ১৩৫তম অবস্থানে উঠে আসে। দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি দেশ যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা, ভারত ও পাকিস্থানকে অনুসরণ করে বাংলাদেশ আগের ১.৬২ স্কোর কে পেছনে ফেলে ১.৭৩ স্কোর সফলভাবে অর্জন করে এগিয়ে চলছে। উল্লেখ্য যে, আইসিটি উন্নয়ন তালিকায় (আইডিআই) উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশগুলোর তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের অগ্রগতিকে ১ থেকে ১০- পর্যন্ত স্কেলে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে ।

আঞ্চলিক দেশসমূহের আইসিটি উন্নয়ন তালিকায় অবস্থান

	২০১২	২০১১
শ্রীলঙ্কা	১০৭	১০৭
ভারত	১২১	১২০
পাকিস্থান	১২৯	১২৮
মিয়ানমার	১৩৪	১৩২
বাংলাদেশ	১৩৫	১৩৯

তথ্য সূত্র: আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের অগ্রগতিতে এই অর্জন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিখাতে ব্যাপক সাড়া জাগানো সত্ত্বেও, সরকারের পক্ষ থেকে এই খাতের অনেক বিষয়, বিশেষ করে অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বেশ কিছু দিক নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে সম্প্রতি সরকার প্রতিটি উপজেলা এবং জেলায় যথাক্রমে ৩০ ও ৫৫ টি অফিসের সংযোগ একই নেটওয়ার্কের অধীনে আনার অনুমোদন দিয়েছে।

ফলপ্রসূ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: মোবাইলের চালিকাশক্তি

খুব অল্প সময়ের মধ্যে, মোবাইল ইন্টারনেটের সর্বব্যাপিতা বিশ্বের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। ২০১০ থেকে ২০১১ সালে উন্নত বিশ্বে মোবাইল ফোনের গ্রাহক বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৬০ কোটিরও বেশি। পাশাপাশি মোবাইল ফোন সেবা সরবরাহকারীরা মার্কেট শেয়ারের বৃদ্ধির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আর সাশ্রয়ী মূল্যের সেবা প্রদানের প্রতিযোগিতা বিশ্বব্যাপী ১১ শতাংশ মোবাইল প্রযুক্তি বিস্তারে সহায়তা করেছে।

২০১১ সালে ফিরে তাকালে দেখা যায়, "মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল"-এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল সার্বজনীন ইন্টারনেট ব্যবহারযোগ্যতা। তাছাড়াও সারা বিশ্ব জুড়ে ডিজিটাল বিভক্তি লাঘবের জন্য সকল দেশের জন্য চারটি লক্ষ্যমাত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। নিম্নে লক্ষ্যমাত্রগুলো দেখানো হলো:

- সার্বজনীন ব্রডব্যান্ড নীতিমালা নির্মাণ
- সাশ্রয়ী মূল্যের ব্রডব্যান্ড নির্মাণ
- ব্রডব্যান্ডের সাথে দেশীয় সংযুক্তি
- মানুষকে অনলাইনে সবসময় পাওয়ার পদ্ধতি

২০১০ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সেলুলার ব্রডব্যান্ড সেবার সংখ্যা পৌছেছে ১.১ বিলিয়ন গ্রাহকে। বিশ্বের মোবাইল ব্রডব্যান্ড গ্রাহক সংখ্যা ফিক্সড ব্রডব্যান্ড সংযোগের প্রায় দ্বিগুণ।

প্রযুক্তিগত বিবর্তনের (থ্রিজি, ফোরজি এবং এলটিই) সাথে স্মার্টফোনের প্রবৃদ্ধি, ভয়েস চালিত বাজারকে ডেটা চালিত বাজারে পরিণত করেছে। উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬ শতাংশ, যেখানে উন্নত বিশ্বে বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ।

মোবাইল ফোনের অসীম শক্তি আজ সর্বত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) কে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাতে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ সহজ, সুলভ এবং অভিনব সব সেবা নিয়ে এসেছে, যা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

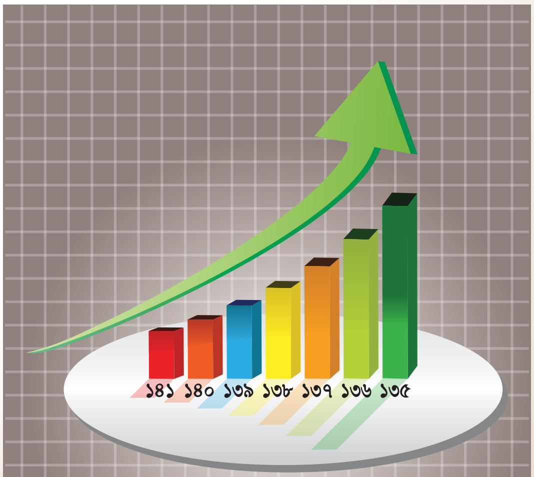

আইসিটি ডেভলপমেন্ট ইনডেক্স (আইডিআই)-এ বাংলাদেশের অবস্থান

কানেক্ট এশিয়া-প্যাসিফিক ২০১৩

রয়েল থাই সরকারের উদ্যোগে এবং ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর আয়োজনে আগামী ১৮ নভেম্বর থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অবস্থিত ইমপ্যাক্ট চ্যালেঞ্জার হলে কানেক্ট এশিয়া-প্যাসিফিক সামিট ২০১৩ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে সহযোগী হিসেবে আরও থাকছে এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি (এপিটি), এশিয়া-প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন (এবিইউ), এশিয়া প্যাসিফিক ইন্সটিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডেভলপমেন্ট (এআইবিডি), ওয়ার্ল্ড হেল্থ অরগানাইজেশন (ডাব্লিউএইচও) এবং দি ইউএন সিস্টেম। এবারের মূল বিষয়বস্তু, এশিয়া-প্যাসিফিক: স্মার্টলি ডিজিটাল (পরিবেশবান্ধব ডিজিটাল উদ্ভাবনীর মাধ্যমে সাশ্রয়ী জীবন-যাপন)।

আঞ্চলিক সামিটের ধারাবাহিকতায় এবার নিয়ে ৫ম বারের মতো আয়োজিত হচ্ছে এই সামিট। এ পর্যন্ত চারটি "কানেক্ট" সামিট আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে যথাক্রমে ২০০৭ (আফ্রিকা), ২০০৯ (দি সিআইএস), ২০১২ (মধ্যপ্রাচ্য এবং আমেরিকা)। আইসিটি শিল্পখাতের আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের একত্রিত করার মাধ্যমে, কানেক্ট এশিয়া-প্যাসিফিক সামিট টেকসই এবং সমন্বিত আইসিটি প্রবৃদ্ধির সহায়ক প্রয়োজনীয় মানবিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত সম্পদের সমাবেশের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে।

সামিট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে ভিজিট করুন:
http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/connect/Asia-Pacific/Pages/default.aspx

আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড ২০১৩

কানেক্ট এশিয়া-প্যাসিফিক সামিট ২০১৩ অনুষ্ঠিত হবার পরপরই একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড ২০১৩। এটি চলবে ১৯ থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত।

উচ্চ-পর্যায়ের বিতর্ক উত্থাপন, উদ্ভাবনী সেবার প্রদর্শন এবং আন্তর্জাতিক আইসিটি সম্প্রদায়ের নেটওয়ার্কিং-এর জন্য একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড ২০১৩। একে অপরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম, আইসিটি'র বৃহৎ সংস্থাসমূহ, ব্যবসায়িক মডেল, তথ্য প্রযুক্তির শক্তি, মান নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিয়ম-নীতি, সরকারের বিভিন্ন পন্থাসহ আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং ডিজিটাল দূরত্ব লাঘবের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে এখানে মতবিনিময় ও ব্যাপক আলোচনা হবে।

সামিট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে ভিজিট করুন: http://world2013.itu.int/

জিএসএমএ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হলেন জন ফ্রেড্রিক বাক্সাস

২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জিএসএমএ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে সম্প্রতি নির্বাচিত হয়েছেন টেলিনর-এর চিফ এক্সিকিউটিভ জন ফ্রেড্রিক বাক্সাস। বিশ্বের ৮০০-এরও অধিক মোবাইল অপারেটরের প্রতিনিধিত্ব করে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের স্ট্র্যাটেজিক দিকনির্দেশনা তত্ত্বাবধান করবেন তিনি।

নতুন পদ সম্পর্কে বাক্সাস বলেন-"শিল্পখাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সামনে এগিয়ে নিতে বোর্ডের বাকি সদস্যসহ জিএসএমএ টিম এবং আমাদের সকল সদস্যের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত"। বাক্সাস নরওয়ের নাগরিক এবং ২৫ বছর ধরে টেলিযোগাযোগ শিল্পখাতে কাজ করছেন।

এছাড়াও, জিএসএমএ বৃহত্তর মোবাইল ইকোসিস্টেমের ২৫০টি কোম্পানিসহ হ্যান্ডসেট ও ডিভাইস প্রস্তুতকারক, সফটওয়্যার কোম্পানি, সরঞ্জাম সরবরাহকারী এবং ইন্টারনেট কোম্পানি সেইসাথে আর্থিক সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, মিডিয়া, পরিবহণ এবং ইউটিলিটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে।

জানেন কি?

১৯৮৬ সালে, মাত্র ২৬ বছর বয়সে স্কট জোনস মোবাইল ডিভাইসের জন্য **ভয়েসমেইল** আবিষ্কার করেন।

১৯৮০ সালে ম্যাসাচুসেটস এর ছোট্ট একটি শহর যখন জ্বরের মহামারীতে জর্জরিত, ঠিক তখন ব্যক্তিগত **ফোন নম্বর বণ্টনের** ধারণাটি আবিষ্কৃত হয়।

১৯৯১ সালে বিশ্বের প্রথম **জিএসএম কল** করেন ফিনল্যান্ড-এর প্রধানমন্ত্রী হ্যারি হলকেরি।

এমটব সদস্যদের কার্যক্রম

এয়ারটেলের গুলশান অফিসে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তে টেকনোলজি বিডি লিমিটেড-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমেটেড। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে টেকনোলজি বিডি লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ শেরাজম মুনীর এবং এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড-এর চিফ অপারেটিং অফিসার রাজনিশ কাউল, কর্পোরেট এবং এসএমই সেলস বিভাগের প্রধান আদিল হোসাইন, এসএমই প্রধান রায়হান ফাইজ ওসমানী সহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৩, ঢাকায় অনুষ্ঠিত থ্রিজির'র পরীক্ষামূলক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলছেন ভিমপেলকম লিমিটেড-এর ডেপুটি সিইও এবং চিফ অপারেটিং অফিসার জান এডভার্ড থাইগেসেন এবং বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিমিটেড-এর চিফ অপারেটিং অফিসার জিয়াদ শাতারা।

২৫ অক্টোবর, ২০১৩, কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে অনুষ্ঠিত সিটিসেল ক্যাপ্টেন কাপ গলফ টুর্নামেন্ট ২০১৩-এর বিজয়ীদের সাথে এয়ার স্টাফ প্রধান এয়ার মার্শাল মোহাম্মদ এনামুল বারী, সিটিসেলের চিফ চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অফিসার এবং ভারপ্রাপ্ত চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার জনাব মোঃ তারিকুল হাসান, সিটিসেলের হিউম্যান রিসোর্স ডিরেক্টর সুমন ভট্টাচার্য।

টেলিনর ইউথ সামিটের জন্য বাংলাদেশ থেকে দুজন প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে গ্রামীণফোন। সামিটটি ডিসেম্বর ২০১৩ তে একটি আইডিয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নরওয়ের অসলোতে অনুষ্ঠিত হবে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত এসএমএস সমাধান 'বিপদ বার্তা ৭১' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউটের ছাত্রী সাফা তাসনীম এবং সামি তাহসিন।

কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা - রবি কর্মচারীদের জন্য দেশব্যাপী রবি আয়োজিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য চেক-আপ সেশন।

দক্ষিণাঞ্চলের ফরিদপুর জেলায় টেলিটকের থ্রিজি নেটওয়ার্ক উদ্বোধন করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এম পি। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. আবুবকর সিদ্দিক।

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
info@amtob.org.bd, www.amtob.org.bd

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সম্পাদক: টি, আই, এম, নূরুল কবীর, সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব। মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত। ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩৩৪৪, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১, ই-মেইল: connexion@amtob.org.bd

ডিজাইন এবং প্রোডাকশন: বেঞ্চমার্ক পি আর | www.benchmarkpr.com.bd